202

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভুলের কারণে মেধাবী ছাত্র মুনের জীবন নষ্ট হতে চলেছে

গোপালগঞ্জ, ৩১শে জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভুলের কারণে রাজু আহমেদ মুন নামের এক ছাত্রের স্বপ্নের সুন্দর জীবন নষ্ট হতে চলেছে। ছাত্রটি বোর্ডের কাছে বহু আবেদন–নিবেদন করেও তার সঠিক রেজাল্ট জানতে পারেনি।

আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার পুত্র রাজু আহমেদ মুন গত '৯৬ সালে গোপালগঞ্জ সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় (রোল গোপালগঞ্জ–নম্বর–১২৬০৩২)। ফলাফল বেরুনোর পর দেখা যায় যে, মেধাবী ছাত্র মুন অকৃতকার্য হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরপত্রে সে নম্বর পেয়েছে গণিত বিষয়ের ১ম পত্রে শূন্য শূন্য, দ্বিতীয় পত্রে শূন্য শূন্য। পদার্থ বিজ্ঞানের ১ম পত্রে শূন্য এক, দ্বিতীয় পত্রে ১১, রসায়ন ১ম পত্রে শূন্য শূন্য, দ্বিতীয় পত্রে শূন্য এক। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ে ১ম পত্রে–২৮, দ্বিতীয় পত্রে শূন্য শূন্য। এ ধরনের রেজাল্ট দেখে ছাত্রটি ও তার পরিবার হতবাক হয়ে যায়। কারণ খারাপ ছাত্র সে কখনোই ছিল না। '৯৪ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সে ৭২৬ নম্বর পেয়ে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। অতএব, এইচএসসি পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য হবে, এটা মুন ও তার পরিবার মেনে নেতে পারেনি। রেজাল্টে কোন মারাত্মক ভুল রয়েছে হয়তো। ফলে সে রেজাল্টের ভুলের প্রতিকার চেয়ে বোর্ডের কাছে আবেদন পেশ করে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ রেজাল্ট ঠিক আছে বলে জানিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার ছাত্রটি তার খাতা দেখানোর জন্য আবেদন জানালে যে খাতা দেখানো হয়, সেগুলো তার খাতা নয় বলে ছাত্রটি জানায়। এরপর তার রেজাল্ট ঠিক করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব শেষ করে। দীর্ঘ ৯ মাসেও ছাত্রটি তার সঠিক রেজাল্ট পায়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট বারবার ঘুরেছে সে। টাকা খরচ করে ঢাকায় যাতায়াত করেছে। ধরনা দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তার শিক্ষা জীবন এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সে এখন নিরুপায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও উর্ধ্বতন মহল এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে মুনের সুন্দর জীবন ও স্বপ্নের জীবন গড়ে তোলার সুযোগ করে দেবেন— এটাই তার পরিবারের লোকজন প্রত্যাশা করে।